59

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষার প্রতি জোর দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান প্রথম বর্ষের ('৯৩-৯৪) তিন হাজার সাত শ' সাঁইত্রিশটি আসনের জন্য ৫২ হাজার ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ফর্ম জমা দিয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, এ বছর প্রতি একটি আসনে ভর্তির জন্য ১৪ জনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এই সংবাদে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রটি যে কত সঙ্কুচিত ও সুযোগ যে কত সীমিত তারই একটি বাস্তব চিত্র ধরে নেয়া যায়। শুধু উচ্চ শিক্ষাই নয়, আমাদের দেশে সকল প্রকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার সুযোগের দারুণ অভাব রয়েছে। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের বাকি দশটি বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ সংখ্যক শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফর্ম পূরণ করে আবেদন করবে। কিন্তু তাদের সকলের আশা পূরণ হবে না। শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন ফর্ম ক্রয় করে পূরণ করবে কিন্তু শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত আশা তাদের পূরণ হবে না। কারণ আসন সংখ্যা যেমন সীমিত, তেমনি সীমিত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষকেরও অভাব প্রকট। সর্বোপরি অভাব অর্থের। এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সবার জন্য শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এমনি বেশ কিছু কর্মসূচী আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে বাস্তবতার নিরিখে তার কোন সফলতা আমাদের শিক্ষার অগ্রসরতাকে তেমন একটা বাড়াতে পারছে না।

এ কারণেই উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, দেশের প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সকল উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেই ভর্তি সমস্যা আজ জটিল আকার ধারণ করেছে। কারণ যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো যাচ্ছে না। ফলে আমাদের শিক্ষা যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়ে আছে।

প্রসঙ্গত ইউনেস্কো'র রিপোর্ট অনুসারে, আমাদের দেশের নিরক্ষরতার হার ৭০ শতাংশ, সাক্ষরতার হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা যাচ্ছে না। শুধু বাংলাদেশে নয়, ইউনেস্কো'র রিপোর্ট মোতাবেক দক্ষিণ এশিয়ার বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালের পরিসংখ্যানে এর সংখ্যা ছিল ৩৭ কোটি ৪১ লাখ। '৯০ সালে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা হয়েছে ৪০ কোটির উপরে।

এ কথা সত্য যে, বর্তমান সরকার শিক্ষা উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া জাতীয় বাজেটেও শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তথাপি শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনুরূপ হচ্ছে না। হাতে-কলমে এবং ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমও ইতোমধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে। তবু নিরক্ষরতার হার কমছে না।

এ ক্ষেত্রে বেশকিছু অন্তরায় রয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। তন্মধ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারানুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, যথার্থ শিক্ষকের অভাব এবং অন্ধ কুসংস্কার অন্যতম। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেসনজট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি বেকারত্ব আমাদের শিক্ষার উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে আছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জনগণের জন্য শিক্ষা অতি জরুরী বলে বিবেচিত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক সচেতনতার অভাবে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অদূরদর্শিতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে আছে। শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর, উচ্চতর স্তর, হাতে-কলমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা এমনি নানাভাবে বিভক্তি এবং সুযোগের ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্যের ফলে শিক্ষার প্রতি অনীহা ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল অব্যবস্থা দূর করে কেবলমাত্র শিক্ষার জন্যই শিক্ষা, শিক্ষা মানুষের প্রকৃত অন্ধত্ব দূর করে, জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করে এই মানসিকতায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। খাদ্যের লোভে শিক্ষা বিস্তার কতটুকু বিস্তৃতি লাভ করবে তা বলা মুশকিল।

দেশের শিক্ষা বিস্তার করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার উপকরণ সস্তা ও ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভিন্ন পথ খুঁজে বিপথগামী হতে বাধ্য হবে। শিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত করে যতই শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করা হোক না কেন, কার্যত ফল যে কিছুই হবে না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।